দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 27 AUG 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সাজাদপুরে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হোক

ড. সৌমিত্র শেখর

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সার্ধজন্মবার্ষিকী (১৯১১) স্মরণের আগেই বাংলাদেশে সম্পূর্ণভাবে 'রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা হওয়া অবশ্য-প্রয়োজন। এতো দিনেও যে রবীন্দ্রনাথের নামে এবং তাঁর আদর্শে একটি বিশ্ববিদ্যালয় আমরা স্থাপন করতে পারিনি, এ কম লজ্জার কথা নয়। রবীন্দ্রনাথের কাছে আমাদের ঋণ পরিশোধযোগ্য নয়। সংশয়, অস্থিতি, নৈরাজ্য থেকে বাঁচা এবং অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম- সব সময় রবীন্দ্রনাথ আমাদের আশ্রয়। মুক্তিযুদ্ধ তার বড় প্রমাণ। অথচ, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর আমরা ফিরেও তাকাইনি রবীন্দ্রনাথের দিকে, আশ্রয় খুঁজিনি রবীন্দ্র-দর্শনে। আজ আমাদের যে চেতনাগত অবক্ষয়, তার জন্য কি এই নীরব উপেক্ষাও দায়ী নয়? তা হলে আবার আশ্রয় খোঁজা হোক রবীন্দ্রনাথে।

রবীন্দ্রনাথকে এতোদিন আমরা সংগীত, নৃত্যকলা আর কবিতার মধ্যেই বেঁধে রেখেছিলাম; জীবনশৃঙ্খির অঙ্গীভূত করিনি। আগে সেটাই প্রয়োজন ছিল। হয়নি। আমাদের দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে শুধু রবীন্দ্রসাহিত্য পড়ানো বা সংগীত বিদ্যালয়গুলোতে রবীন্দ্রসংগীত গাইবার প্রতিযোগিতাই চলে। এ সবই রবীন্দ্রচর্চা বলে বিবেচনা করা হয়। এখানে রবীন্দ্রদর্শনচর্চার কোনো স্থান নেই। রবীন্দ্রদর্শনকে দেশের কর্ণধারগণ পাঠান দর্শন বিভাগে। সেখানেও নামমাত্র উচ্চারিত হন রবীন্দ্রনাথ। যে কারণে এমন উদাহরণই ভূরি ভূরি: বাংলা বিভাগে রবীন্দ্রসাহিত্য পাঠ করে ডিগ্রি পেলেও, জীবনে একটিও রবীন্দ্রসংগীত সে মন দিয়ে শোনেনি; রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী হলেও রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসখানা তাঁর এখনো পাঠ করা সম্ভব হয়নি; রবীন্দ্রদর্শন কোর্স নিয়ে ডিগ্রি লাভ করেও শেষের কবিতার ঘটনাস্থল কোথায়- সে জানে না। তাদের কাছে রবীন্দ্রজীবনদর্শন একটি কঠিন সমাসবদ্ধ পদ ছাড়া আর কিছু নয়। রবীন্দ্রচর্চার নামে এভাবে 'তোতাপাখি' তৈরি হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের দর্শনে আত্মস্থাপন এবং নিজেকে সমর্পণ করার উপযুক্ত ক্ষেত্র নেই বলেই তোতাপাখিদের বিচরণও স্বতন্ত্র। আমরা জাতীয়ভাবে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে যতোটা বিতর্ক করেছি, তাঁকে যতোটা ক্ষত-বিক্ষত করেছি সে তুলনায় রবীন্দ্র-আদর্শ বুঝবার কোনো সুষ্ঠু ও পরিকল্পিত কর্মই গ্রহণ করি নি। তারপরও এ দেশে রবীন্দ্রানুরাগী মানুষের সংখ্যাই শতকরা নব্বইজন। মানুষের এই সহজাত অনুরাগকে সমাদর করার সময় এসেছে।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, আমাদের দেশ ও জাতির জন্য চিন্তিত এবং উদ্বিগ্ন রবীন্দ্র-ভাবধারায় পরিশীলিত গুণীজনদের সিংহভাগ তাঁদের অধ্যয়নপর্ব সমাপন করেছেন পশ্চিমবঙ্গ বা ভারতের অন্য কোনো রাজ্যের রবীন্দ্র-আদর্শধন্য প্রতিষ্ঠানে। এ দেশের চিরায়ত সংস্কৃতি, ভক্তবোধ, মনুষ্যত্ব নিয়ে তাঁদের চিন্তা সতত মঙ্গলের আহ্বান জানায়। আমরা কেন আমাদের দেশে রবীন্দ্রচিন্তা ও রবীন্দ্র-আদর্শ প্রসারমূলক একটি বড় মাপের বিদ্যায়তন স্থাপন করতে পারি না? সেটি অবশ্যই বিশ্ববিদ্যালয়। শুধু তাঁর নামে হলে চলবে না; আদর্শেও হতে হবে। রবীন্দ্রনাথ-প্রদর্শিত যে জীবনদর্শন, আজকের উপযোগিতাকে বিবেচনায় রেখে তারই যথাযথ উপস্থাপন এবং অনুসরণ করা হবে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল আদর্শ। তা হলে আমাদের সমস্যা,ও সংকটকালে জাতীয় কর্ণধারকারী পরিচ্ছন্নকর্তা নাবিকের সন্ধান পাওয়া যাবে আরো। শিক্ষান্তেই বহুজাতিক কোম্পানিতে চাকরি পাবার যেনতেন পদ্ধতি রপ্ত করা নয়, শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো নিজের প্রশান্তি এবং দেশের উন্নতি সাধন। এই বোধটি বর্তমান প্রজন্মের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হলে প্রথমে প্রয়োজন একটি গঠনমূলক শিক্ষাদর্শ এবং কিছু আত্মত্যাগী তরুণ-তরুণী। 'রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়' এর কেন্দ্র হতে পারে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা চাকরি পাওয়ার লোভে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করবে না; উচ্চশিক্ষা নেবে 'মানুষ' হওয়ার জন্য। এই বিশ্ববিদ্যালয় এমন কিছু আলোকবর্তিকা তৈরি করবে এবং করতেই থাকবে (সংখ্যায় কম হলেও) যারা আমেরিকার ডিভিভিতে ডুববে না, অস্ট্রেলিয়ার ব্যাংকের মোহে পাগল হয়ে ছুটবে না, যাবে না দেশ ত্যাগ করে অন্যত্র। এ রকম কিছু 'মানুষ' হওয়া নতুন রক্তবাহী প্রাণ ছাড়া বর্তমান অবস্থা থেকে দেশকে উদ্ধার করবে কে?

রবীন্দ্রনাথ নিজেও 'বিশ্বভারতী' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন নতুনের মধ্যে এ ধরনের প্রাণবন্যা সৃষ্টি করার জন্যই। গত প্রায় নব্বই বছরে ভারতের জাতীয় জীবনে, বিশেষ করে বাঙালি মানসে 'বিশ্বভারতী' গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। ভারতের গণ্ডি পেরিয়ে বাংলাদেশসহ বিশ্বের অন্যান্য কিছু দেশেও 'বিশ্বভারতী' অক্ত-বিরত অবদান স্মরণীয়। নগর কলকাতার কোলাহল এবং নানা লোভনীয় প্রভাব থেকে দূরে থেকে প্রকৃত শিক্ষার ধ্যান যাতে করা যায়; স্নিগ্ধতা আর নিবিড়তায় যাতে পরিপূর্ণভাবে দেশপ্রেমের পাঠগ্রহণ সম্ভব হয়- এ সব কারণেই গ্রামীণ আবহে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 'বিশ্বভারতী'। রবীন্দ্রনাথের এই 'মডেল'কে আমরা কেন অনুসরণ করতে পারি না? এই মডেল গ্রহণ করা প্রয়োজন আমাদের জাতীয় স্বার্থেই। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বাণিজ্যবিদ্যার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দেশপ্রেমভাবনার সম্মিলন আমাদের জাতীয় সমৃদ্ধির দিগদর্শন হতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ জীবিতাবস্থায় আজকের বাংলাদেশের অনেক স্থানেই গেছেন। কিন্তু সম্পত্তিসূত্রে কুষ্টিয়ার শিলাইদহ, পাবনার সাজাদপুর ও নওগাঁর পতিসরে তিনি অবস্থান করেছেন সবচেয়ে বেশি। ... কিছু উন্নয়নকর্ম এবং পরিকল্পনা তিনি এ স্থানসমূহে গ্রহণও করেছিলেন। রবীন্দ্রস্মৃতিবিজড়িত কিছু স্থাপনার ভগ্নাবশেষ এখনো ও সব স্থানে আছে। একদিকে রবীন্দ্রস্মৃতিরক্ষা অন্য দিকে তাঁর নাম ও আদর্শ সংস্থাপন করে একটি উচ্চশিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা- এই দুটো কাজই একত্রে হতে পারে পাবনার সাজাদপুরে 'রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়' স্থাপনের মাধ্যমে। সাজাদপুরে এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হলে উত্তরবঙ্গ এবং উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের উচ্চশিক্ষার বিস্তার ঘটতে পারে। রাজধানী থেকে সাজাদপুরের সহনীয় দূরত্ব বিধায় একই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়টি কেন্দ্র ও গ্রামের মধ্যে সংযোগবিন্দু হিসেবেও কাজ করতে পারে। তাছাড়া 'রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়' হওয়ার মতো সুন্দর গ্রামীণ পরিবেশও এখানে রয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা, সাজাদপুরের স্থানীয় অধিবাসীরা ইতোমধ্যেই এগিয়ে এসেছেন। তাঁরা দাবি করেছেন, সাজাদপুরে 'রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা করা হোক। এর জন্য সবধরনের সহযোগিতা তারা করতে প্রস্তুত। এই আগ্রহ প্রশংসনীয় এবং ধন্যবাদার্হ। আমি সাজাদপুরের বাসিন্দা নই; আমার কোনো পরিচিতের বাসও সেখানে নয়। তারপরও বাংলাদেশের বর্তমান সংস্কৃতি-বান্ধব সরকার সাজাদপুরে 'রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা করে স্থানীয় মানুষের ইচ্ছার প্রতি সম্মান এবং রবীন্দ্রচিন্তার দীপশিখা থেকে জাতীয় পর্যায়ে আলোকের ধারা সৃজনকর্মের সূচনা করবেন, এটাই প্রত্যাশা।

লেখক : সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়